দৈনিক বাংলা

035

তারিখ ... 21.11.82
পৃষ্ঠা ... কলাম 7 ...

শিক্ষানীতি সম্পর্কে জনমত যাচাই করা হবেঃ শিক্ষামন্ত্রী

(স্টাফ রিপোর্টার)

শিক্ষামন্ত্রী ডঃ মজিদ খান বলেছেন, জোর করে কোন শিক্ষানীতি এদেশের মানুষের ওপর চাপিয়ে দেয়া হবে না। জনগণের মতামতের ভিত্তিতেই প্রণীত হবে আমাদের শিক্ষানীতি।

তিনি বলেন, প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি সম্পর্কে প্রশ্নমালা প্রচার করা হবে এবং এরই মাধ্যমে বিভিন্ন মহলের মতামত যাচাই করা হবে। গত সেপ্টেম্বর থেকে এ পর্যন্ত প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি সম্পর্কে বিভিন্ন মহল থেকে যত মতামত ব্যক্ত হয়েছে সেগুলিকে সমন্বিত করে তা পর্যালোচনা করা হবে এবং এরই আলোকে প্রশ্নমালা তৈরি করা হবে বলে তিনি জানান।

শিক্ষামন্ত্রী গতকাল শনিবার দুপুরে তাঁর বাসভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনাকালে বলেন, সরকার প্রথম থেকেই শিক্ষানীতি সম্পর্কে জনগণের বক্তব্য প্রকাশ ও মতামত দানের পূর্ণ সুযোগ দিয়েছেন। এ ব্যাপারে ইতিমধ্যেই যে বিতর্ক ও আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে তাতে বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা আরো স্পষ্টতর হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, বিষয়টি পর্যালোচনার জন্যে ইতিমধ্যে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের নিয়ে টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে। এদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষা দফতরের বিশেষজ্ঞ, পদস্থ কর্মকর্তা ও বুদ্ধিজীবীরা রয়েছেন। শিক্ষানীতির বিভিন্ন দিক ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শিক্ষক ছাত্র অভিভাবক ও সংশ্লিষ্ট

(শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষামন্ত্রী

(প্রথম পৃঃ পর)

সকল মহলের মতামত সমন্বিত করার জন্যে যে প্রশ্নমালা প্রচার করা হবে তার জবাবের ভিত্তিতে আরো সুষ্ঠুভাবে শিক্ষানীতি প্রণয়ন সম্ভব হবে বলে মন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন।

ডঃ মজিদ খান বলেন, শিশুদের লেখাপড়ার একমাত্র মাধ্যম হবে মাতৃভাষা। প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষার সম্প্রসারণ ও মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানকে আরো উন্নত করার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। তিনি বলেন, মাতৃভাষা ছাড়া প্রাথমিক স্তরে অন্য যে কোন ভাষা শিক্ষাদানের বিষয়টি বিশেষজ্ঞদের বিবেচনাধীন রয়েছে। এ ব্যাপারে জনগণের মতামতও গ্রহণ করা হচ্ছে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, গ্রামাঞ্চলে শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির আগেই এবং অনেক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক স্তরেই আরবী পড়ানো হয়। আবার ইংরেজী শিক্ষা তৃতীয় শ্রেণী থেকে বাধ্যতামূলক করা হলেও অনেক স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণী থেকেই তা পড়ানো হয়। পক্ষান্তরে প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষা সুষ্ঠুভাবে পড়ানো হয় না।

প্রাথমিক স্তরে ধর্ম শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র কোরানের অর্থ যাতে শিশুরা ভালভাবে বুঝতে পারে তার জন্যে তাদেরকে আরবী অক্ষর-জ্ঞান দানের বিষয়টি পর্যালোচনা করা হচ্ছে। অমুসলিম শিশুদের জন্যে আরবীর বদলে তাদের ধর্ম শিক্ষার সঙ্গে সংস্কৃত ও পালি শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে বলেও তিনি জানান।

এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ইংরেজী শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও আরবী শিক্ষাদানের ব্যাপারে ৪২টি গ্রামে জরিপের জন্যে পাইলট প্রকল্প হাতে নেয়া হবে। ২১টি জেলার প্রত্যেকটি থেকে দুটি করে গ্রাম নিয়ে এই ৪২টি গ্রাম বাছাই করা হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকারের শিক্ষানীতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে জোরদার যুগোপযোগী ও সমন্বিত করা। এর জন্যে সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে পাঁচ বছরের জন্যে সার্বজনীন করার উদ্যোগ নিয়েছেন। এ উদ্যোগ সফল হলে এই সার্বজনীন শিক্ষা আট বছর মেয়াদী করা হবে।

প্রশ্নমালা প্রচার ও জনমত যাচাই এর পর কবে নাগাদ নয়া শিক্ষানীতি চালু হতে পারে জানতে চাওয়া হলে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আমরা পাঁচ বছরের কাঠামোয় কাজ করছি। তবে এর প্রক্রিয়ার কাজ এর মধ্যেই চলতে থাকবে।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে কোনভাবেই নতুন শিক্ষানীতি চালু হচ্ছে না।

তিনি বলেন, শিক্ষানীতি সম্পর্কিত প্রশ্নমালা সংশ্লিষ্ট মহলগুলিতে প্রচার করা ছাড়াও সংবাদপত্রেও প্রকাশ করা হবে। আগ্রহী যে কোন ব্যক্তিই এর জবাব দিতে পারবেন।

শিক্ষামন্ত্রীর প্যারিস যাত্রা

ইউনেস্কোর বিশেষ সাধারণ সম্মেলনে যোগদানের জন্যে শিক্ষামন্ত্রী ডঃ আবদুল মজিদ খান গতকাল বিকালে প্যারিস রওনা হয়েছেন। প্যারিসে ২৩শে নবেম্বর থেকে ৩০শে নবেম্বর পর্যন্ত এই সম্মেলন চলবে।